নির্বাচনকে সামনে রেখে ফের সক্রিয় হিযবুত তাহরীর

প্রতিবছরই তারা এই আয়োজন করলেও এবারের অনলাইন সম্মেলনের টাইমিং ও উদ্দেশ্য প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলছেন, নিষিদ্ধের এক যুগ পেরিয়ে গেলেও হিযবুত তাহরীরের দৃশ্যমান কর্মকাণ্ড নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি। আর পুলিশ বলছে, প্রচারণা থাকলেও বড় নাশকতার সক্ষমতা নেই জঙ্গি সংগঠনটির।

ঢাকার বেশকিছু ব্যস্ততম এলাকায় নতুন করে প্রচারণায় নেমেছে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন হিযবুত তাহরীর। ডেকেছে অনলাইন সম্মেলনও। সেই সম্মেলনের প্রচারণার পোস্টারে সয়লাব রাজধানীর বিভিন্ন দেয়াল। রাজধানীর পল্টন, সিদ্ধেশ্বরী, বাংলামোটর, রামপুরা, কলাবাগান এলাকার দেয়াল ছেয়ে গেছে নিষিদ্ধ সাংগাঠনের পোস্টারে।

এলাকার লোকজন বলছেন, মঙ্গলবার মধ্যরাতের পর কোন একসময় পোস্টারগুলো লাগানো হয়েছে। তবে কারা কীভাবে লাগিয়েছে তা জানেন না স্থানীয়রা। তবে তাদের শঙ্কা, এভাবে ওরা সংগঠিত হয়ে বড় ধরনের কোন অপকর্ম ঘটানোর প্রস্তুতি নিয়ে থাকে। একটি নিষিদ্ধ সংগঠন চোখের সামনে তাদের কার্যক্রম কীভাবে পরিচালনা করছে এনিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে।

এব্যাপারে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবীর বলেন, ‘আমি মনে করি না বিষয়টি শুধু পোস্টারিংয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। পুলিশের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অন্য যে ইউনিটগুলো কাজ করছে, তাদের সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে পোস্টার লাগিয়ে যখন কেউ নিরাপদে পালিয়ে যেতে পারে। তাদেরকে খুব ক্যাজুয়ালি নেওয়ার কিছু নেই, তারা বিপদজনক।’

এদিকে পোস্টার লাগানোর ১২ঘন্টা পেরিয়ে গেলেও কারা কোথা থেকে এসে পোস্টার সেঁটে দিয়ে গেলো সে নিয়ে কোন তথ্য নেই থানায়। কলাবাগান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘এখনও আমি বিষয়টি অবগত নই। আমি টহল টিম পাঠিয়ে এখনই খোঁজ নেওয়ার ব্যবস্থা করছি। যদি তারা কোনো ধরনের প্রচারণা চালিয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

ঘটনা ঘটার পরে প্রতিক্রিয়া দেখানোর মধ্য দিয়ে সুরাহা করা যাবে না উল্লেখ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিমিনোলাজি অ্যান্ড ক্রিমিনাল জাস্টিস বিভাগের অধ্যাপক জিয়া রহমান বলেন, ‘অপরাধ দমনের জন্য প্রঅ্যাকটিভ ও রিঅ্যাকটিভ দুটো পদ্ধতি থাকে। আমাদের এখানে প্রঅ্যাকটিভ উদ্যোগ দেখা যায় না। আমাদের যেনো দেখতে দেখতে সয়ে যাচ্ছে। বিষয়গুলো সিরিয়াসলি দেখা দরকার। দীর্ঘমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা করে এগুলো থামানো দরকার। ভুলে গেলে চলবে না ছোট ছোট ঘটনার মধ্য দিয়ে বড় ধরনের ঘটনা ঘটে যেতে পারে।’

২০০৯ সালে সরকার হিযবুত তাহরীরকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেও বারবার তাদের উপস্থিতি জানান দিতে তৎপর এ জঙ্গি সংগঠনটি। কথিত খিলাফত প্রতিষ্ঠায় কখনও মিছিল আবার কখনও ভার্চুয়াল সম্মেলনের আয়োজন করলেও তা বন্ধ করা যাচ্ছে না। আর আয়োজকরা চিহ্নিত হলেও এখনো তারা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

কে এগিয়ে; ফরহাদ নাকি ইমন ?

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর) আসনের সংসদীয় এলাকায় শুরু হয়েছে নানা জল্পনা-কল্পনা। দ্বাদশ নির্বাচনে কে পাচ্ছেন মেহেরপুর-১ আসনের নৌকার বৈঠা। এখন কেন্দ্র থেকে জেলা সর্বত্রই এই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে।

মনোনয়ন পাওয়ার ক্ষেত্রে কে শতভাগ দলের অনুগত সৈনিক হিসেবে বেশি পরীক্ষিত? এই প্রশ্নটিও সামনে চলে আসছে।

দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত বিনা প্রশ্নে কে সব সময় শতভাগ মেনে চলেন? কে এক-এগারোর সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় দলের কর্মকাণ্ডে বেশি সক্রিয় ছিলেন? গত ১০ বছরেরও বেশি সময়ে কে বেশি মূল্যায়ন পেয়েছেন?

নির্বাচনের ৩ মাস বাকি থাকলেও মেহেরপুরের সাধারণ ভোটাররা প্রার্থী বাছাইয়ে এখন থেকেই নেমেছে চুল চেরা বিশ্লেষনে। প্রার্থীদের অতীত, বর্তমান, বেঁড়ে ওঠা, ছাত্র জীবন সব কিছু নিয়েই এখন ভোটারদের বিশ্লেষণ। সেক্ষেত্রে মেহেরপুর-১ আসনের যাদের নাম

ঘুরে ফিরে আসছে তাদের মধ্যে রয়েছে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও বর্তমান সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রনেতা বর্তমান জেলা আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক সম্পাদক কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ নেতা এমএএস ইমন। এই দুই নেতাকে নিয়ে মেহেরপুরের সর্বত্রে চলছে আলোচনা সমালোচনা। শিক্ষা- দীক্ষা ও আচরণে কে এগিয়ে আছে এনিয়েও চলছে বিশ্লেষণ। তবে এ দু নেতার বাইরেও প্রায় দশ জন নেতা মনোনয়ন প্রত্যাশী হিসেবে গণসংযোগ অব্যহত রেখেছেন।

জানা গেছে, বর্তমান এমপি ফরহাদ হোসেন ১৯৮৭ সালে খুলনার মুহসিন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৮৯ সালে সরকারি ব্রজলাল (বিএল) মহাবিদ্যালয় থেকে এইসএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরে ঢাকার সিটি কলেজ থেকে ব্যাচেলার অব আর্টস বিভাগে ১৯৯১ সালে বিএ পাশ করেন। পরে ইংলিশ ভাষার উপর ১৯৯৪ সালে ঢাকা বিশ^বিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় বিভাগে প্রিলিমিনারিসহ মাস্টার অব আর্টস ডিগ্রি অর্জন করেন। কর্মজীবনে তিনি ঢাকা সিটি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে অধ্যাপনা করছেন।

শিক্ষা জীবনে রাজনীতির সাথে সরাসরি জড়িত না থাকলেও তার বাবার রাজনৈতিক কারনে সর্বশেষ তিনি স্বেচ্ছাসেবক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। ২০১৪ সালের জাতীয় নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন পেয়ে এমপি নির্বাচিত হন। এমপি নির্বাচিত হওয়ার পরে ২০১৫ সালে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের কমিটি গঠিত হলে সরাসরি তিনি জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে মনোনীত হন। পরবর্তিতে ২০২২ সালের সম্মেলনেও ফরহাদ হোসেন দ্বিতীয় বারের মত সভাপতি মনোনীত হন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ফরহাদ হোসেন তার পিতার রাজনৈতিক উত্তরসরি এবং স্ত্রীর পক্ষ থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের তৎকালিন প্রয়াত সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের বোন জামাই হিসেবেই রাজনীতিতে বেশি সুবিধা পেয়েছেন।

অপরদিকে, আব্দুস শুকুর ইমন (এম এ এস ইমন) মেহেরপুর জেলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মানবিক বিভাগে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ওই বছরে এমএএস ইমন জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ ফলাফল অর্জন করেন। ১৯৯৩ সালে মেহেরপুর কলেজ থেকে মানবিক বিভাগে এইচএসসিতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজ বিজ্ঞান বিভাগে বিএসএস (সম্মান) ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৯১ সালে মেহেরপুর সরকারি কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক অধ্যায়ন অবস্থায় তিনি ছাত্রলীগের রাজনীতিতে

যুক্ত হন। পরবর্তিতে ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ^বিদ্যালয়ের এস এম হল ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক, ১৯৯৮ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ^বিদ্যালয় ছাত্রলীগের সমাজ সেবা সম্পাদক এবং ২০০৫ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন শেষে ছাত্ররাজনীতির ইতি টানেন। পরে ২০১৫ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত কেন্দ্রীয় উপপ্রচার কমিটির সদস্য ও কেন্দ্রীয় কমিটির উপসম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তার ৩২ বছরের রাজনৈতিক জীবনে ছাত্র জীবনে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে সরাসরি জড়িত। পেশাগত জীবনে তিনি প্রিন্টিং প্রেস ব্যবসার সাথে জড়িত। তার মালিকানাধীন আনিশা প্রিন্টিং প্রেস থেকে সরকার ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করা হয়। তিনি পেট্রোবাংলার অধিনস্ত রুপান্তরিত গ্যাস কোম্পানী লি. এর পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক, আইপি টিভি রাজধানী টিভির চেয়ারম্যান হিসেবে বর্তমানে দায়িত্ব পালন করছেন।

রাজনীতির পাশাপাশি এম এ এস ইমন মেহেরপুর স্থল বন্দরের বাস্তবায়ন আন্দোলনে মুখপাত্র হিসেবে স্থলবন্দর বাস্তবায়নে মূখ্যভুমিকা পালন করেছেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ করে যা্◌েচ্ছন।
একটি সূত্র জানায়, বিগত সময়ে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের এই নেতা (এমএএস ইমন) আন্দোলন, সংগ্রামে পরিচিত মুখ। বিশেষ করে বিএনপি জামায়াত জোট সরকারের জুলুম নির্যাতন ও এক-এগারোর সময়ে দলের দুঃসময়ে এই নেতা সর্বোচ্চ ঝুঁকি নিয়ে সব আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে মাঠে ছিলেন।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের একাধিক সূত্র বলছে, পৈতৃক সূত্র ধরে ফরহাদ হোসেনকে কেন্দ্র যথেষ্ট মূল্যায়ন করেছে। এর জন্য তৃণমূলের নেতাকর্মীরা দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের ওপরে খুশি। কিন্তু একাধিকবার এমপি নির্বাচিত হওয়ায় পর আওয়ামী লীগ নেতাদের অবমুল্যায়নে তারা দল থেকে অনেকটাই ছিটকে পড়েছেন। নেতারা জানান, দীর্ঘদিন জেলা আওয়ামী লীগের দায়িত্ব পাওয়া যেমন ফরহাদ হোসেনের জন্য বড় পাওয়া। পাশাপাশি তাঁকে ১০ বছরের বেশি সময় মেহেরপুর-১ আসনের এমপি’র পদও দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছে। তবে, তাকে নিয়ে এখন আড়ালে-আবডালে শোনা যাচ্ছে নানা কথা।

আওয়ামী লীগের একাধিক সূত্র বলেন, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে প্রায় ৮ বছর কাটিয়ে দেওয়া ফরহাদ হোসেন দলকে ঐক্যবদ্ধ

রাখতে পারেননি। বরং নিজেই জড়িয়ে পড়েছেন গ্রুপিংয়ে। একটি পক্ষের নেতা হিসেবে কম যোগ্যদের নেতৃত্বের কাতারে উঠিয়ে আনার অভিযোগ তার বিরুদ্ধে আছে। এসব কারনে তার পরিবারের মধ্যেকার লোক ছাড়া এখন আর কাউকে তার পাশেও পাওয়া যাচ্ছেনা।

সূত্রগুলো জানায়, কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করা এমএএস ইমনকে মেহেরপুর-১ আসনের এমপি পদে চাইছেন জেলার স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। এমএএস ইমনকে অধিকতর কর্মীবান্ধব মনে করেন দলের বেশিরভাগ নেতাকর্মী। আর এসব বিবেচনায় তাঁকেই বেছে নেওয়ার অনুরোধ মেহেরপুর আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের।

১৯৮৬ নির্বাচন: সংবিধান পরিবর্তন ও দীর্ঘমেয়াদী নীলনকশা

বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যা করার পর অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে জিয়াউর রহমান। স্বাধীনতা বিরোধী এবং পাকিস্তান সরকারের প্রতি অনুগতদের মন্ত্রিসভায় স্থান দেয়া হয়। ১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রামে এক সামরিক অভ্যুত্থানে তাকে হত্যা করা হয়। এক বছরের কম সময়ের মধ্যে লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেন। অন্য সামরিক শাসনের মত এরশাদও বৈধতার সঙ্কট অতিক্রমের জন্য বেসমারিকিকরণের বিভিন্ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করেন।

স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন এবং জাতীয় পার্টির সৃষ্টি
সামরিক শাসক হিসাবে ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে নানাবিধ আন্দোলন সংগ্রামের সম্মুখীন হন হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ। গ্রহণযোগ্যতা তৈরি ও গণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য সময়ক্ষেপণের লক্ষ্যে প্রথমে তিনি বিভিন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচন করেন। ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বরে ইউনিয়ন পরিষদ এবং ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পৌরসভা ও মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

রাজনীতিতে ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে, পূর্বসুরি সামরিক শাসকের অনুকরণে ভিতরে ভিতরে নিজস্ব রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য কলকাঠি নাড়তে থাকেন। রাজনৈতিক দল গঠন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য ১৯৮৪ সালের এপ্রিলে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কর্মসূচি পরিচালনার অনুমতি দেন এরশাদ। ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি জাতীয় পার্টি নামে রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু সাধারণ জনগণ, সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে নিজ অবস্থানের ম্যান্ডেট নেবার জন্য ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ গণভোটের আয়োজন করেন। এই গণভোটে সব ধরনের কারচুপি করে ৯৪.১৪ ভাগ আস্থা ভোট লাভ করেন এরশাদ।

বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর আন্দোলনের মুখে তিন দফা জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন হয়। নির্বাচনের তারিখ প্রথমে ঘোষিত হয় ১৯৮৪ সালের ২৬ এপ্রিল। অবশেষে ১৯৮৬ সালের ৭ মে তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ৮ দলীয় জোট, জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগসহ ছোট-বড় ২৮টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে ৩০০ আসনের জন্য ২১৫৪ জন প্রার্থী মনোনয়ন দাখিল করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৫২৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে। এর মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী ৪৫৩ জন। নির্বাচনে মোট ভোটার ছিল ৪ কোটি ৭৮ লক্ষ ৭৬ হাজার ৯৭৯ জন। এ নির্বাচনের উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল বিএনপি নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোটের নির্বাচন বর্জন।

সংবিধান পরিবর্তন
আওয়ামী লীগ ছাড়া আর কোন শক্ত প্রতিরোধ সংসদে না থাকায় এরশাদকে একপ্রকার সাহসী করে তোলে। নিজস্ব এজেন্ডা, জনগণকে প্ররোচিত করার লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হিসাবে ধর্মীয় আড়ালে নিজের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার চেষ্টা করে। যা তিনি পূর্বসুরি জিয়াউর রহমানের ক্ষমতাকালীন সময়ে দেখেছেন এবং শিখেছেন। জিয়া হত্যার সাজানো অভিযোগে সামরিক বাহিনীর শেষ মুক্তিযোদ্ধাপন্থী গ্রুপের ১৩ জনকে হত্যা করে নিজেকে ধরাছোঁয়ার বাইরে নিয়ে যান এরশাদ। প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ রাষ্ট্র ক্ষমতা পরিচালনা করার সময় রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় আবেগকে আরো বেগবান করার লক্ষ্যে ১৯৮৮ সালে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী আনেন। যেখানে ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম’ অটুট রাখেন এবং ‘রাষ্ট্রধর্ম’ নামে নতুন একটি অনুচ্ছেদ-২ক যুক্ত করেন।

ওই বছরই এর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ‘স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা

প্রতিরোধ কমিটি’র ১৫ জন বিশিষ্ট নাগরিকের পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী সুব্রত চৌধুরী উচ্চ আদালতে একটি রীট পিটিশন দাখিল করেন। রীট নাম্বার-১৪৩৪/১৯৮৮। যথেষ্ট সময় ক্ষেপণের পর এবং বাংলাদেশের যথেষ্ঠ রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে ১৯৮৮ সালের করা রীট আবেদনের সঙ্গে ২৩ বছর পর অর্থাৎ ২০১১ সালে একটি সম্পূরক আবেদন দাখিল করা হয়। উক্ত সম্পূরক আবেদনের ওপর শুনানি শেষে ওই বছরের ৮ জুন বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট বেঞ্চ রুল জারি করেন।

১৯৮৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সাথে বিএনপি বিরোধীদলে থাকলে এতো বড় সাহস এরশাদ পেতেন না। আওয়ামী লীগ বরাবরই গণতন্ত্রপন্থী ও নির্বাচনমুখী একটি দল, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ চেয়েছিল নির্বাচনের ম্যান্ডেটের মাধ্যমে স্বৈরাশাসককে জবাব দিতে। কিন্তু কোন এক দুরভিসন্ধি থেকে অথবা জিয়া হত্যায় ১৩ জনকে ফাঁসিতে ঝুলানোর কৃতজ্ঞতা থেকে হয়তো বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া সেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি। এই কারণে উনাকে “আপোষহীন নেত্রী” উপাধি দেয় দলের লোকজন। কিন্তু এই তথাকথিত আপোষহীন নেত্রী সেদিন স্বৈরশাসককে যে ক্লিনশিট দিয়েছিল, যেভাবে গণতন্ত্রকামী এরশাদবিরোধী অন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত দলগুলোকে ছেড়ে গিয়েছিল, সেটাই বাংলাদেশের রাজনীতির গতিপথ পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় নিয়ামক হিসাবে কাজ করেছে। সেটাই ছিল ৭২’এর সংবিধানের উপর দ্বিতীয় পেরেক, যার প্রথমটি গেঁথেছিলেন সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান। সেই পরিবর্তনের ক্রমধারায় বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল, সংগঠন, মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ, মাদ্রাসাশিক্ষার নামে পাকিস্থানি, তালেবানি, আরবী সংস্কৃতি আমদানী করে আর বাংলাদেশ পিছিয়ে যেতে থাকে।

দীর্ঘমেয়াদী নীলনকশা
ধর্মকে ব্যবহার করে রাজনীতির খেলা, যার শুরুটা করেছিলেন সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান। যার পূর্ণতা দিয়েছিল স্বৈরশাসক এরশাদ, তার সবচেয়ে বড় সুবিধাভোগী পরবর্তীতে হয়েছিল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। পূর্বজদের লিগ্যাসিকে সফলভাবে বাংলাদেশের সংবিধান ও জনগণের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গেঁথে দিতে সফলকাম হয়েছিল বিএনপি। যার ক্রমবিবর্তনের ধারায় বাংলাদেশে মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ, ধর্মবাদ বিস্তৃতি লাভ করেছে।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

মেহেরপুরে ভোটকেন্দ্র বেড়েছে ১৮টি, নির্বাচন কমিশনের খসড়া তালিকা

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে সংসদীয় আসন ৭৩ মেহেরপুর-১ ও সংসদীয় আসন ৭৪ মেহেরপুর-২ মিলে সমগ্র জেলায়নএকাদশ সংসদ নির্বাচনের চেয়ে মোট ১৮টি ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

ভোটকেন্দ্র স্থাপন নীতিমালা অনুযায়ী মাঠপর্যায়ে গঠিত সংশ্লিষ্ট কমিটি সারা দেশে গত ১৬ আগষ্ট বুধবার এই খসড়া তালিকা প্রকাশ করে। এতে মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলার ১১টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা নিয়ে নিয়ে গঠিত সংসদীয় আসন ৭৩ মেহেরপুর ১ আসনে মোট ১১৮ টি ভোটকেন্দ্র ৭০১ টি বুথ ও ৩ লক্ষ ৫ হাজার ৯৫৭ জন ভোটার এবং সংসদীয় আসন ৭৪ এ মোট নয়টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা নিয়ে গঠিত মেহেরপুর-২ আসনটিতে ৮৮ টি ভোট কেন্দ্র ৬১৮ টি বুথ ও ২ লক্ষ ৭৭ হাজার ৩৬৪ জন ভোটার প্রস্তাব করে খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মোঃ ওয়ালিউল্লাহ বলেন, ‘ভোটকেন্দ্রের খসড়া তালিকা নিয়ে কারো কোন আপত্তি থাকলে তা ৩১ আগস্টের মধ্যে জানাতে হবে। আগামী ১৭ ই সেপ্টেম্বর খসড়া তালিকা থেকে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে। নতুন প্রস্তাবিত ভোট কেন্দ্রের খসড়া তালিকায় পূর্বের কোনো কেন্দ্র বাদ যায়নি। উপরন্ত ভোটার সংখ্যার বিবেচনায় নতুনভাবে দুইটি আসন মিলে মোট ১৮টি ভোটকেন্দ্র বৃদ্ধি করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে খসড়া তালিকায়।’

আওয়ামী লীগের ডজন, বিএনপির তিন, জামায়াতের একক প্রার্থী

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসন থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্বস্থানীয় ব্যাক্তিরা ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় চালিয়ে যাচ্ছেন জনসমর্থনের চেষ্টা । ইতোমধ্যে বিভিন্ন দল থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশীর জনসমাবেশ করে জানান দিয়ে শুরু করেছেন নির্বাচনী প্রস্তুতি।

স্থানীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে মেহেরপুর-২(গাংনী)আসনের নির্বাচনে সম্ভাব্য প্রার্থীদের মধ্যে নতুন চমক থাকতে পারে বলে তৃণমুল নেতাকর্মীদের মধ্যে শুরু হয়েছে গুঞ্জন। ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশীরা সরকারের সাফল্য তুলে ধরে মিটিং, মিছিল,গণজমায়েত,উঠান বৈঠকের মাধ্যমে দির্ঘদিনের সাফল্যের বিষয়টি সাধারণ মানুষের মধ্যে জানান দিয়ে নিজের অবস্থান শক্ত করার চেষ্টা করছেন। এতে গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের মধ্যে গ্রুপিং রাজনীতির শুরু হয়েছে। তৃণমুল নেতাকর্মীরা কোন নেতার কাছে যাবেন এ নিয়েও পড়েছেন দ্বিধাদন্দে। তবে দলীয় স্বার্থে সকলেও ডাকেই নিজ কৌশলে উপস্থিতি দেখানোর চেষ্টা করছেন।

অন্য দিকে বিএনপি,জামায়াতে ইসলামী,জাতীয় পার্টিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের লোকজনও বসে নেই। তারাও তাদের নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের নিজস্ব কৌশলে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-২(গাংনী) আসনে জনসর্থন থাক আর না থাক বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ থেকে ডজন খানেক নেতাকর্মীরা মনোয়ন চাইবেন বলে স্ব-স্ব সুত্রে জানা গেছে। অন্যান্য বারের তুলনায় এবার জনগনের সাথে সম্পৃক্ত ও উন্নয়ন দেখে সঠিক নেতা নির্বাচন করেবন আওয়ামীলীগের ভোটাররা। নেতাদের আদর্শ ও বৈশিষ্ট নিয়ে পাড়া মহল্লা ও চায়ের দোকানে বসে গল্পে গল্পে চলছে চুলচেরা বিশ্লেসন। সাধারণ মানুষ যার কাছে মুল্যায়িত হবে তাকেই বেছে নেবেন সাধারণ মানুষ।

সুত্র জানায়, বর্তমান সংসদ সদস্য ও গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন আবারও বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ থেকে মনোনয়ন চাইবেন। তিনি নির্বাচনে জয়লাভ করে গানী উপজেলায় বিভিন্ন উনয়নমুলক কার্যক্রম করে জনমনে অনেকটাই প্রসংশিত । স্কুল,কলেজ,মসজিদ মাদ্রাসা,রাস্তাসহ বিভিন্ন স্থানে বর্তমান সংসদ

সদস্যের অবদানকে মানুষ মনে রাখবেন বলে দাবী করে আবারও নৌকার পক্ষে মনোনয়ন পেলে নৌকার বিজয় নিশ্চিত মনে করছেন। বর্তমান সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন তার নির্বাচনী এলাকায় কৃষকদের জীবন রক্ষায় ‘‘শেখ হাসিনা কৃষক ছাউনি’’ করে আলোচিত হয়েছেন। তিনিও বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে সরকারের সাফল্য ও উন্নয়ন তুলে ধরে মিটিং সমাবেশ অব্যাহত রেখেছেন। চেষ্টা করছেন গ্রাম গঞ্জের তৃণমুল নেতাকর্মীদের সাথে রেখে আগামী নির্বাচনে নৌকার মনোনয়ন পাওয়ার প্রত্যাশা করছেন।

জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক তার নেতা কর্মীদের সাথে নিয়ে নির্বাচনী এলাকা পরিদর্শন করছেন। দ্বিতীয় বারের মত জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে মেহেরপুররর আওয়ামীলীগকে সুসংগঠিত করেছেন। বিভিন্ন গ্রামে ও পাড়া মহল্লায় গণমাবেশ করছেন। তিনিও এবার নির্বাচনে আওয়ামীলীগ থেকে মনোনয়ন চাইবেন।

গাংনীর দুই বারের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন আবারও নৌকার পক্ষে মনোনয়ন চাইবেন। তিনি দির্ঘদিন থেকে আওয়ামী লীগ রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত। তিনি জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। দলীয় মনোনয়ন না পেয়ে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ গ্রহন করে দুই বার সংসদ সদস্য হিসেবে গাংনীর মানুষের সেবা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এক বার তিনি নৌকার বিরদ্ধে ভোট করে নির্বাচিত হন। এবারও তিনি মনোনয়ন চাইবেন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ থেকে। মকবুল হোসেন গাংনীর মানুষের কাছে প্রবীণ নেতা হিসেবে পরিচিত। কয়েকদিন আগেও তিনি ১৫ আগষ্টের একটি যুবলীগের একটি আলোচনা সভায় সব চেয়ে বেশি লোকসমাগম হওয়ায় আবারও তিনি আলোচনায়। স্বতন্ত্র নির্বাচন করায় তিনি আওয়ামীলীগ থেকে ছিটকে গেছেন নাকি আওয়ামীলীগ তাকে মুল্যায়ন করবেন এনিয় শুরু হয়েছে নানা গুঞ্জন।

গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ মোখলেছুর রহমান মুকুল। তিনি গাংনীর আওয়ামীলীগ রাজনীতিতে নতুন দলীয় পদ পেয়ে উপজেলা আওয়ামীলীগকে নতুন করে সুসংগঠিত করার চেষ্টা করছেন। সুবিধাবঞ্চিত আওয়ামীলীগ কর্মিদের সাথ নিয়ে মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন॥ আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় ঘোষিত সকল প্রোগাম করছেন । রাজনীতিতে নতুন পদ পেলেও স্বল্প সময়ে আলোচনায় এসছেন গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের রাজনীতিতে। তিনিও গ্রামে গ্রামে নৌকার পক্ষে ভাট চাইছেন। আসন্ন জাতীয় সংসদ নিবার্চনে তিনি আওয়ামীলীগ থেকে মনোনয়ন

চাইবেন বলে নিশ্চিত করেছেন॥ তার কাজ কর্মে অনেকের কাছেই বিশ্বস্ত হতে শুরু করেছেন বলেও দাবী করেন তিনি। মনোনয়ন পেলে গাংনী আসনে বিপুল ভোটে নৌকার বিজয় হবে বলে তার সমিকরণ।

গাংনী পৌরসভার একাধিক বার নির্বাচিত মেয়র আহমেদ আলী আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গহন করবেন বলে জানিয়েছেন। বিএনপি জোট সরকারের অমলে তিনি মামলা হামলার শিকার হয়েছিলেন। আওয়ামীলীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা আহমেদ আলীকে নৌকার মনোনয়ন দিলে তিনি মেয়র নির্বাচিত হন। জনপ্রিয়তায় তিনি একাধিকবার মেয়র নির্বাচিত হওয়ায় তিনি এবার মেহেরপুর-২(গাংনী) আসনে সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন চাইবেন।

ডাক্তার এসএম নাজমুল হক সাগর। তিনি বর্তমানে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক। রাজশাহী মেডিকেল কলেজের ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি গণপরিষদ সদস্য ও একাত্তর পরবর্তী সময়রের এমপি নুরুল হকের জ্যেষ্ঠ্য পুত্র। তিনিও আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গহন করার জন্য নেতাকর্মীদের উজ্জীবীত করার লক্ষ্যে সভা -সমাবশ করছেন। পিতার উত্তরসূরি হিসেবে আওয়ামীলীগ থেকে মনোনয়ন চাইবেন।

মেহেরপুর জেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন। তিনিও ছাত্র জীবন থেকে পারিবারিক ভাবেই আওয়ামীলীগের রাজনীতির সাথে সক্রিয়। তিনি মেহেরপুর সরকারি কলেজের সাবেক ভিপি। সরকারের সাফল্য উন্নয়নের গান রচনা করে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন। আওয়ামীলীগ থেকে মনোনয়ন চাইবেন তিনিও। কৃষলীগের নেতা হিসেবে তিনি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে কেটি গাছের চারা রোপনের কাজ অব্যাহত রেখেছেন।তিনি মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য মরহুম সরোয়ার হোসেনের ছেলে।

গাংনী উপজেলা যুব লীগের সভাপতি মোশারফ হোসেন। তিনিও এবার সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন চাইবেন। গাংনী উপজেলা যুবলীগকে সুসংগঠিত করে মিভিন্ন মিটিং মিছিলে অংশ গ্রহন অব্যাহত রেখে জনগনের সাথে সমর্থন চাইছন।

মেহেরপুর জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সম্পাদিকা মোছাঃ নুরজাহান বেগম। অন্যান্য বারের মত এবারও তিনি বাংলাদেশ ◌্আওয়ামী লীগ থেকে মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে মনোনয়ন চাইবেন। নুরজাহার বেগম সাবেক চেয়ারম্যান মরহুম বজলুর রহমান বিশ্বাসের স্ত্রী বজলুর রহমান

বিশ্বাস ১৯৭৬ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত উপজেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন। সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর ২০০৩ সালে বিএনপি ক্ষমতায় থাকা কালীণ সময়ে সন্ত্রাসীরা তাকে গুলি করে নির্মম ভাবে হত্যা করে। বজলুর রহমান বিশ্বাসের মৃত্যুর পর দু’ ছেলে নিয়ে তিনিও প্রাণের ভয়ে আতংকিত ছিলেন দির্ঘদিন। নুরজাহার বেগমের বড় ছেলে মশিউর রহমান নৌকার মনোনিত ইউপি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করছেন। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন প্রাপ্তির প্রত্যাশা করছেন নুরজাহান বেগম ।

এ্যাডভোকেট রাশেদুল হকজুয়েল। তিনি বর্তমানে গাংনী উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান। তিনিও বিভিন্ন ভঅবে লোকজনের মাঝে সভাসমাবেশ করে জনসমর্থন চাইছেন। জনসমর্থনে তিনি পৃথক পৃথক ভাবে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন কর্মসুচী পালনের মাধ্যমে নেতাকর্মীদের সাথে সু-সম্পর্ক গাড় করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। তিনিও দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন চাইবেন। দলীয় পদে না থাকলেও বর্তমান সরকার তরুন নেতৃত্বের দিকে মুল্যায়ন করবেন বলে প্রত্যাশা করেন তিনি।

গাংনীর কাজিপুর কলেজের সহকারি অধ্যাপক ও মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির পরিচালক মোঃ রিয়াজ উদ্দীন,দলীয় কোন পদে না থাকলেও তিনি ছাত্র জীবন থেকে আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে আসছেন। তিনিও মনোনয়নের জন্য আবেদন করবেন।

একই সাখে গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজের সাবেক ছাত্র লীগের সভাপতি নুরুল ইসলাম রিন্টু চাইবেন বাংলাদেশ আওয়মীলীগ থেকে মনোনয়ন। তিনিও গাংনীর বিভিন্ন গ্রামে সরকারের উন্নয়ন তুলে ধরে নৌকার পক্ষে ভোট চাইছেন।

অপরদিকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) থেকে তিন জন প্রার্থী মেহেরপুর -২ (গাংনী) আসনে মনোনয়ন চাইবেন বলে জানা গেছে। সাবেক সংসদ সদস্য মোঃ আমজাদ হোসেন বর্তমানে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। শারীরীক অসুস্থতার কারনে বর্তমান প্রেক্ষাপটে তিনি কিছুটা জন-বিচ্ছিন্ন। উপজেলা পর্যায়ে কোন মিটিং মিছিলে তার অংশগ্রহন চোখে পড়েনা বলে বিএনপি সমর্থকারিদের।

সে কারনে যে সকল নেতাকর্মীরা বর্তমান সরকারের সময় পর্যন্ত

মামলা,হামলা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তাদের মুল্যায়ন চাইবেন বিএনপির সাধারণ ভোটার থেকে শুরু করে তৃণমুল নেতাকর্মীরা। মামলা হামলার মধ্যে থেকেও গাংনী উপজেলা বিএনপিকে সুসংগঠিত করে রেখেছেন এমন নেতাদের মুল্যায়ন চাইছেন বিএনপি মনা মানুষ।

অপর মনোনয়ন প্রত্যাশী জাভেদ মাসুদ মিল্টন। তিনি মেহেরপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। গাংনী উপজেলা বিএনপিকে সুসংগঠিত করে বিভিন্ন সময় মিটিং মিছিল,পদযাত্রা ও সরকারি বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহন করেছেন তিনি। মেহেরপুর-২ গাংনী আসনে ধানের,শীষে মনোনয়ন চাইবেন জাভেদ মাসুদ মিল্টন। তবে দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে তিনি কিছুই করবেন না বলে জানিয়েছেন।

উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু। তিনিও এবার দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিএনপি থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশী। ক্ষমতাশীন দলের করা মামলায় জর্জরিত আসাদুজ্জামান বাবলু। গাংনী উপজেলা বিএনপিকে গুছিয়ে রাখতে তার অবদান ও ভুমিকা রয়েছে যথেষ্ট। মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের কাছে অনেক জনপ্রিয়। তিনিও দলীয় বিএনপি দলীয় মনোনয়ন চাইবেন। মনোনয়ন পেলে গাংনী আসন বিএনপি জয়লাভ করবে বলেও তিনি তার মতামত ব্যক্ত করেছেন। তবে, তলে তলে দলকে চাঙ্গা রাখতে আসাদুজ্জমান বাবলু’র ভ’মিকা অস্বীকার করার মত নয়।

অন্যদিকে বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীর মেহেরপুর জেলা শাখার সুরা সদস্য মোঃ নাজমুল হুদা মেহেরপুর -২ (গাংনী) আসনের জন্য মনোয়ন চাইবেন বলে জানিয়েছে। ইতোমধ্যে তিনি জনসমর্থন চাইতে বিভিন্ন এলাকায় পোষ্টার লিফলেটের মাধ্যমে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। দলীয় মনোনয়ন পেলে মেহেরপুর-২(গাংনী) আসন থেকে একক প্রার্থী হিসেবে নাজমুল হুদার নাম শোনা যাচ্ছে। দলীয় মনোনয়ন পেলে এবং সুষ্ঠ্য নির্বাচন হলে গাংনী আসনটি জামায়াত ইসলামী বিপুল ভোটের মাধ্যমে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবেন বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেছেন।

এদিকে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন এনডিএম থেকে মেহেরপুর-২(গাংনী) আসনে তরুন পজন্মের প্রার্থী মোঃ জাবেদুর রহমান জনির নাম একক প্রার্থী হিসেবে ঘোষনা করেছে দলটি। গাংনী উপজেলার স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে গাংনীর মানুষৈর প্রত্যাশা পুরুনে কাজ করতে চান জাবেদুর রহমান জনি। তিনিও আগামী দ্বাদশ জাতয় সংসদ নির্বাচনে এনডিএম থেকে মনোনয় পেলে ভোট যুদ্ধে শরিক হবেন। তবে

সাধারণ মানুষের আপদ বিপদে পাশে থেকে সাধারণ মানুষের সেবা করার সুযোগ চান তিনি।

কার্পাসডাঙ্গায় বাস-মিনিবাস কোচ মাইক্রোবাস সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন নির্বাচন সম্পন্ন

জানা গেছে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা শাখা বাস মিনিবাস কোচ মাইক্রোবাস সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রিবার্ষিক নির্বাচনে রেজিষ্ট্রেশন নং (৫৯৫/৮২) আজ মঙ্গলবার দুপুর ১ টার সময় কার্পাসডাঙ্গা শাখা অফিসে নির্বাচন কমিশনার হাজী মো: রিপন মন্ডল কোনো প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় নির্বাচন ফলাফল ঘোষণা করেন।

সভাপতি মো: জাকির হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মো: তাজ মুলতান, সহ-সভাপতি পদে মো: জহিরুল ইসলাম, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক আরিফুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক মামুন অর রশীদ, সড়ক সম্পাদক মো: মনিরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক মো: হিরক, কোষাধ্যক্ষ মো: আব্দুল করিম কার্যকরী সদস্য (০১) মো: আনোয়ার হোসেন (০২) মিজানুর রহমান
(০৩) মো: শুকুর আলী।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন সহকারী নির্বাচন কমিশনার মো: শামসুল আলম, মো: সিদ্দিকুর রহমান, মো: মোখলেসুর রহমান (রিপন) সহ অফিস সচিব মো বাদল এবং সাবেক সম্পাদক মো আব্দুর রহিম (খাবলী) সহ আরো শ্রমিক সংগঠনের সদস্যবৃন্দ।

প্রত্যেক বিজয়ী সদস্য দল মত নির্বিশেষে সকলের কাছে সুষ্ঠুভাবে আগামী দিনগুলোর পরিচালনা করার জন্য সকলের কাছে দোয়া চেয়েছেন।

জমির ক্ষেত দেখেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন কৃষক আজিজুল

জমির ক্ষেত দেখেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন মুজিবনগরের কোমরপুর গ্রামের কৃষক আজিজুল হক ভুটো। প্রায় দুই বিঘা জমির কলা বাগানের সব কাঁধি কেটে তসরুপাত করেছে দূর্বৃত্তরা।
বর্গা চাষী ভুটোর প্রায় ৯ শতাধিক কলার গাছে কাঁধি কেটে তসরুপ করায় তার প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকার ক্ষতিসাধন হয়েছে।
শুক্রবার দিবাগত রাতের কোন এক সময় কলার কাঁদি কেটে তসরুপাত করার এই ঘটনা ঘটে।
কৃষক আজিজুল হক ভূটো জানান নিজের কোনো যায়গা জিরাত নেই। তাই কোমরপুর গ্রামের বকুল বিশ্বাসের কাছ থেকে জমি লিজ নিয়ে কলার আবাদ করেছেন তিনি। চাষ করতে গিয়ে ইতোমধ্যে অনেক ধার দেনা হয়েছে। আর কয়েকটা দিন পরই কলা বিক্রি শুরু হবে। ধার দেনা পরিশোধ করবেন। ভুটো বলেন, দুই বিঘা জমিতে প্রায় ৯ শতাধিক কলার গাছ রোপন করা হয়েছিল। প্রতিটি কলা গাছে কলার কাঁধি এসেছে। কলা মোটা তাজা হতে শুরু করেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে রাতের আধারে দুর্বৃত্তরা ৯ শতাধিক কলার কাঁদি কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে রেখে গেছে।

শনিবার সকালে কলার মাঠে গিয়ে এই দৃশ্য থেকে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি।
আজিজুল হক জানান ৯ শতাধিক কলার গাছে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকার ক্ষতিসাধন হয়েছে। খবর পেয়ে কোমরপুর পুলিশ ক্যাম্পের আইসি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন

ভিসানীতি : প্রসঙ্গ বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসানীতি : প্রসঙ্গ বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচন

মজিবর রহমান

একটি বিষয় বাংলাদেশে বেশ জোরেশোরেই আলোচনা হচ্ছে। সেটা হলো বাংলাদেশের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসানীতি। আমি ভেবেছিলাম এটা কেবল শহুরে শিক্ষিত মানুষের আলোচনার বিষয়। বিশেষ করে রাজনীতি সচেতন মানুষজন এসব নিয়ে আলোচনা করছেন। কিন্তু আমার ধারণা ভূল প্রমাণ করলেন গ্রামের একজন সাধারণ মানুষ। কয়েকদিন আগে গ্রামের একটা চা স্টলে বসেছিলাম চা পানের জন্য। আমার সমবয়সী একজন আমাকে প্রশ্ন করে বসলেন - আমেরিকার ভিসাানীতি কী পারবে বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে? আমি নিজে যে জবাবটা জানি অথবা যে জবাবটা দিতাম সেটা না দিয়ে উল্টো তাকেই জিজ্ঞেস করলাম তোমার কী মনে হয়? তিনি কোন ভাবনা চিন্তা ছাড়াই দৃঢ়তার সাথে জবাব দিলেন - পারবে। আমি বিস্ময়ভরা দৃষ্টে তার দিকে তালকালাম। আমি কিছু বলার আগেই তিনি বলতে লাগলেন সরকারি এবং বিরোধীদলগুলোর বড় বড় নেতাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে একটা ভালো নির্বাচন না করে তাদের কোন উপায় নেই। আবার তাকে প্রশ্ন করলাম উপায় নেই মানে কী? জবাবে তিনি যা বললেন তাতে আমার চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠলো। সে বললো - স্বার্থ। নিজেদের স্বার্থে সরকারি এবং বিরোধীদলগুলো একটা ভালো নির্বাচনের দিকে এগুবে। না হলো তো তাদের স্বপ্নের দেশের দরজা বন্ধ হযে যেতে পারে। ঘুষ-দূর্নীতি করে কামানো টাকার নিরাপত্তা ও সে টাকা দিয়ে ভোগ-বিলাস করবে কোথায়? তাছাড়া প্রয়োজনে পালানোর পথটাও তো পরিস্কার থাকা চাই। গ্রামের একজন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের এরকম বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা আমাকে মুগ্ধ করেছে। হতে পারে হাজারো মানুষের চিন্তার প্রতিফলন এটা। নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করি আমরা কী এরকম রাজনীতি কিংবা রাজনীতিবিদ চেয়েছিলাম? যাদের ওপর জনগণ আস্থা রাখতে কিংবা বিশ্বাস করতে পারছে না। অথচ এই সাধারণ মানুষই তো একদিন রাজনীতিবিদদের কথায়, তাঁদের ওপর আস্থা ও বিশ্বাস রেখে ৫২'র ভাষা আন্দোলন, ৫৪'র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ৬২'র শিক্ষা আন্দোলন, ৬৬'র ছয় দফা আন্দোলন, ৬৯'র গণঅভ্যত্থান,

৭১’র মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং ৯০’র গণআন্দোলনে স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণ করে।
যাক, ফিরে আসি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষিত নতুন ভিসানীতির ব্যাপারে। গত ২৪ মে ২০২৩ বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করতে বাংলাদেশের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নতুন ভিসানীতি ঘোষণা করেছেন। বাংলাদেশের গণতন্ত্রের বেহাল দশা, নির্বাচন প্রক্রিয়া, মানবাধিকার পরিস্থিতি, মত প্রকাশের স্বাধীনতা বিশেষ করে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অপব্যবহার ইত্যাদির বাপারে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমাদের আপত্তির কথা আমাদের সবারই মোটামুটি জানা। এখন যে কেউ প্রশ্ন করতেই পারেন এই ভিসানীতি তো নিষেধাজ্ঞা নয়। তবে এটা নিয়ে কেন এতো মাতামাতি, এতো চুলচেরা বিশ্লেষণ কেনই বা এতো ভীতি? আমরা র্যাবের কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞার কথা কথা জানি। এটা র্যাব ছাড়া অন্যকোন সংস্থার ওপর প্রভাব পড়েনি। কিন্তু এই ভিসানীতি নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করতে পারে এরকম নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সকলেই পড়তে পারেন। রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, আইনশৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ, বিচারিক এমনকি সামাজিক নেতৃত্বের যে কেউই এর আওতায় চলে আসতে পারে। তার মানে নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট কেউই এই প্রক্রিয়ার বাইরে না। এমনকি তাদের পরিবারের সদস্যরাও এর আওতায় পড়তে পারেন। কাজেই এর প্রভাব নিষোধাজ্ঞার চেয়ে বেশি বৈ কম নয়। স্বভাবতই এ প্রশ্ন আসতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা কী এমন গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যে সেটা পেতেই হবে? হয়তো সাধারণ মানুষের জন্য এটা তেমন গুরুত্ব বহন করে না। কারণ সেখানে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য নেই, সম্পদ নেই, তাদের ছেলেমেয়েরা সেখানে পড়াশুনা করে না। তারা এদেশে নিজেদেরকে অনিরাপদ ভাবেন না। দেশের প্রতি তাদের ভালোবাসারও কোন কমতি নেই। কাজেই তাদের কাছে এর তেমন একটা গুরুত্বও নেই। কিন্তু রাজনীতিবিদ, আমলা এদের কাছে এটা মহামূল্যবান। এটা ছাড়া তাদের চলবে না। কারণ এদেশে তাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা হয় না, তাদের অনৈতিকভাবে উপার্জিত সম্পদ নিরাপদ নয়। কাজেই যে কোন মূল্যে তাদের এর আওতার বাইরে থাকতেই হবে।
সরকারি ও বিরোধীদলের বাঘা বাঘা নেতারা সব তাদের মতামত দিয়ে যাচ্ছেন। যদিও কোন দল তাদের দলীয় অবস্থানটা এখনো পরিস্কার করেননি। তবে সরকারিদলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা বলছেন এই বিরোধী শিবিরকে চাপে ফেলবে। কারণ তারা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে, কিংবা নির্বাচন প্রতিহত করতে গিয়ে জ¦◌ালাও পোড়াওয়ের রাজনীতি করতে পারবেন না। আর করলেই সুষ্ঠ অবাধ নির্বাচন বাধাগ্রস্ত হয়েছে মর্মে ভিসানীতির খড়গ তাদের ওপর পড়তে পারে।

সরকারিদলের নেতারা মনে করছেন এতে তারা সুবিধা পেতে পারেন। আবার বিরোধী শিবির বলছেন এটা সরকার ও সরকারিদলকে চাপে ফেলবে। একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দেয়া ছাড়া তাদের কোন পথ খোলা নেই। বিরোধীদের প্রতি কঠোর অবস্থান নেয়া মানে একটা অস্থীতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা তৈরি হওয়া। যা সবার গ্রহণযোগ্য একটা নির্বাচনের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। আর তা হলেই নতুন ভিসানীতির মারপ্যাঁচে পড়ে যেতে পারেন।
তাদের এ ধরনের বক্তব্য জনগণকে আশাবাদী করে তুলছে নিশ্চয়ই? নতুন ভিসানীতির খড়গ যেন নিজেদের ওপর না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে গিয়ে উভয় পক্ষই নমনীয় আচরণ করবে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে উভয় শিবির নিজেদের জন্য, নিজেদের স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্রের দরজা খোলা রাখার স্বার্থে ভিন্নভাবে হলেও একটা ঐক্যমত্যে পৌঁছে অবাধ, সুষ্ঠ ও সবার গ্রহণযোগ্য একটা নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাবে। যুক্তরাষ্ট্রের দরজা খোলা রাখার জন্য হলেও জনগণের চাওয়া অনুযায়ী যদি একটা ভালো নির্বাচন হয়, যদি জনগণ তাদের নিজেদের ভোটাধিকার ফিরে পায় তাহলে সেটাই বা মন্দ কী?

দেশের দ্বিতীয় নারী সিটি মেয়র জায়েদা খাতুন

গাজীপুর সিটির সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলমের মা জায়েদা খাতুন ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী আজমত উল্লা খানকে ১৬ হাজার ১৯৭ ভোটে হারিয়েছেন। এতে দ্বিতীয় নারী হিসেবে সিটি করপোরেশনের মেয়র হয়েছেন জায়েদা। দেশের প্রথম নারী সিটি মেয়র সেলিনা হায়াৎ আইভী।

বৃহস্পতিবার (২৫ মে) অনুষ্ঠিত গাজীপুর সিটি নির্বাচনে টেবিল ঘড়ি প্রতীকে তিনি পেয়েছেন দুই লাখ ৩৮ হাজার ৯৩৪ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আজমত উল্লা খান পেয়েছেন দুই লাখ ২২ হাজার ৭৩৭ ভোট।

মেয়র সেলিনা হায়াৎ আইভী ২০১১ সালে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন

নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করে। ওই নির্বাচনে আইভীর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বিএনপির তৈমুর আলম খন্দকার।

নির্বাচনী হলফনামা অনুযায়ী, জায়েদা খাতুনের জন্ম ১৯৬২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি। বাবা সামছুল ইসলাম, মাতা আফাতুন। স্থায়ী ঠিকানা কানাইয়া, গাজীপুর সদর, গাজীপুর। তার শিক্ষাগত যোগ্যতা ‘স্বশিক্ষিত’। তার স্বামী মো. মিজানুর রহমান পাঁচ বছর আগে মার গেছেন। তিনি দুই ছেলে ও এক মেয়ের জননী। তার বিরুদ্ধে কোনো মামলার তথ্য নেই।

হলফনামায় তার আয় দেখানো হয়েছে তিন লাখ ৪৫ হাজার টাকা। অস্থাবর সম্পদ হিসাবে নগদ অর্থ দেখিয়েছেন ৩৫ লাখ টাকা। ব্যবসা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ ৫০ হাজার টাকা। অনারেবল টেক্সটাইল কম্পোজিট লিমিটেডে শেয়ারমূল্য দেখিয়েছেন দুই লাখ ৫০ হাজার টাকা।

ঘোষিত ফলাফলে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত জায়েদা খাতুনের সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি গাজীপুর সিটির সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলমের মা। মনোনয়নপত্র দাখিল করার আগে জায়েদা খাতুনকে রাজনীতির মাঠে দেখা যায়নি। মূলত ছেলে জাহাঙ্গীর আলমের ইমেজকে ভিত্তি করেই তিনি রাজনীতিতে আসেন। জাহাঙ্গীর গাজীপুর মহানগর আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদকও।

সূত্র: ইত্তেফাক

গাংনীর মটমুড়া ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডের মেম্বর পলি আরা

গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের ২ নং ওয়ার্ডের উপনির্বাচনে প্রয়াত মেম্বর আব্দুস সোবহানের স্ত্রী মোছা: পলি আরা খাতুন (মোরগ প্রতীকে) ২৬০৮ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে সাধারণ সদস্য (মেম্বর) নির্বাচিত হয়েছেন। তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী মো:

কামাল হোসেন টিউবওয়েল প্রতীকে পেয়েছেন ৬৫১ ভোট। মোট ভোট প্রদান হয়েছে ৩১৫৯।

এই ওয়ার্ডে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৬৩৯৭ জন। এদের মধ্যে নারী ভোটার সংখ্যা ৩১৮২ এবং পুরুষ ভোটার সংখ্যা ৩২১৫ জন।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ওই ওয়ার্ডের মেম্বর আব্দুস সোবহান নিজ বাড়িতে হলুদ সিদ্ধ করতে গিয়ে গরম পানির কড়াইয়ের মধ্যে পড়ে ঝলসে যায়। ঢাকা শেখ হাসিনা বার্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় মারা যান তিনি। পরে এই ওয়ার্ডটি শুন্য ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশনার।